প্রথম ভাগ

সহজ পাঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলংকরণ নন্দলাল বসু

"Neither this book nor any keys, hints, comments, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977."

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয়-শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এই পুস্তক অনুমোদিত বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

*** বিক্রয়যোগ্য নয় ***

বিদ্যালয়-শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা- ৯১ কর্তৃক প্রকাশিত

সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১২
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

সহজ পাঠ - প্রথম ভাগ

পর্ষদের কথা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি.কে ৭/১, সেক্টর- ২, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ২০১৩ সালের প্রথম শ্রেণির পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবই-এর ক্ষেত্রে কয়েকটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২০০৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষার অধিকার আইন পূর্ণত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে বলবৎ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বদ্ধপরিকর।

সেকথা মাথায় রেখে, পাঠক্রম আর পাঠ্যসূচিতে বড়োসড়ো রদবদল আনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' (২০১১)-র সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ বইটিকে কেন্দ্রে রেখে অন্যান্য বিষয়গুলিকে সমন্বিত আকারে একটিমাত্র বইতে পরিবেশন করা হলো। ফলে, বলা চলে, 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগের গুরুত্ব পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচিতে অনেক বেড়ে গেল।

'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ বইটির আকার, বিন্যাস এবং উপস্থাপনায় 'বিশ্বভারতী' সংস্করণকে হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। কোথাও কোনো বিকৃতি ঘটানো হয় নি। মনে রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্বভারতী সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত অবয়ব। সার্ধশতবর্ষ পূর্তির কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত অবয়বে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা এই মহামতি স্রষ্টাকে প্রণাম জানাচ্ছি। পূর্বতন সংস্করণে ব্যবহৃত বানানবিধি অবশ্য অপরিবর্তিত রইল।

প্রথম শ্রেণির সমন্বিত পুস্তকে একটি বিশেষ পর্বে 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ ব্যবহার করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষকবৃন্দ। সে বিষয়ে যথাযথ শিখন পরামর্শ নতুন পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলো।

আশাকরি, নতুন 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগ শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হবে।

মানিক ভট্টাচার্য

সভাপতি

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

সহজ পাঠ - প্রথম ভাগ

অ আ

ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখে নি সে কথা কওয়া।

ই ঈ

হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ
বসে খায় ক্ষীর খই।

উ ঊ

হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ
ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ।

ঋ

ঘন মেঘ বলে ঋ
দিন বড়ো বিশ্রী।

এ ঐ

বাটি হাতে এ ঐ
হাঁক দেয় দে দৈ।

ও ঔ

ডাক পাড়ে ও ঔ
ভাত আনো বড়ো বৌ।

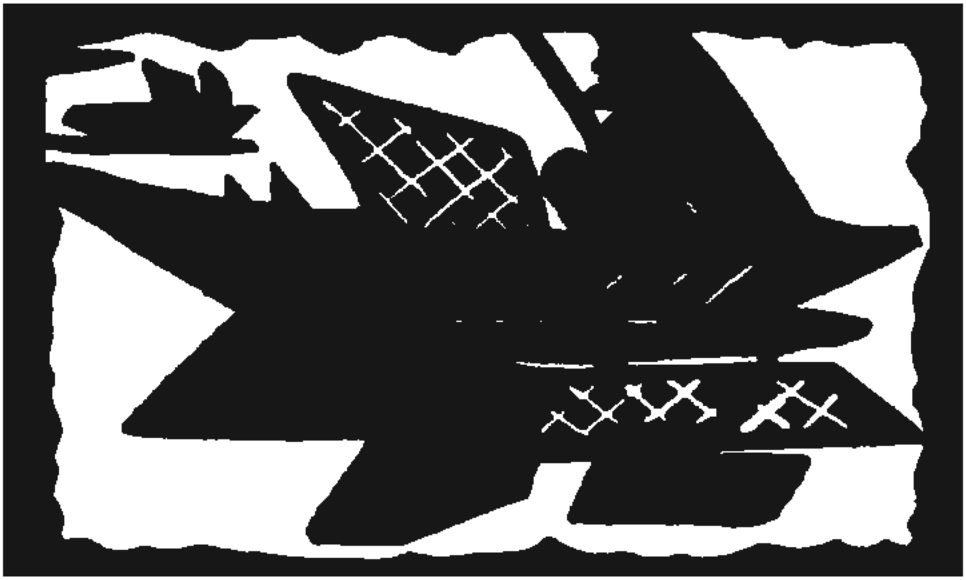

ক খ গ ঘ

ক খ গ ঘ গান গেয়ে
জেলে-ডিঙি চলে বেয়ে।

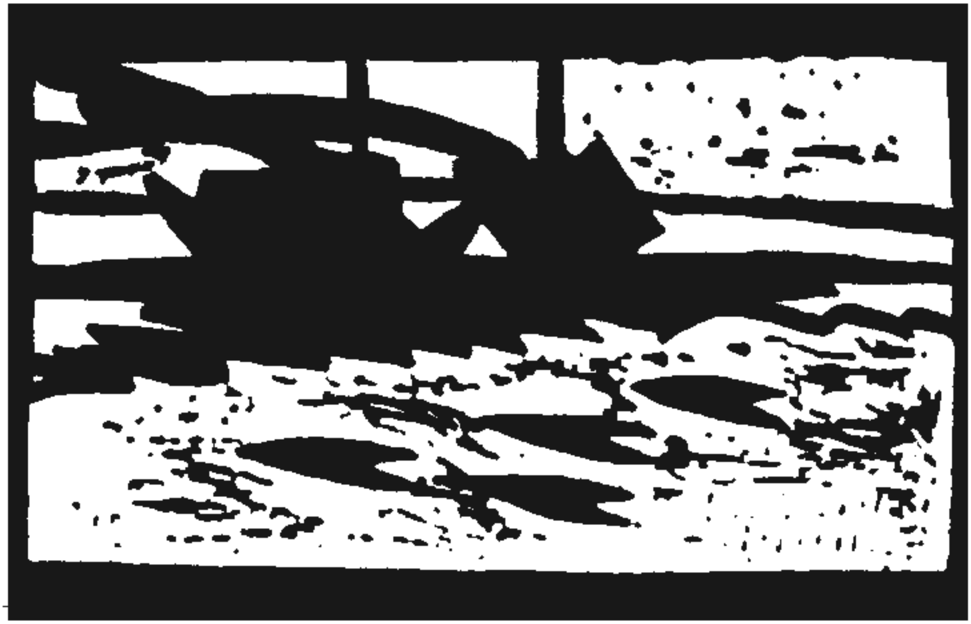

ঙ

চরে ব'সে রাঁধে ঙ,
চোখে তার লাগে ধোঁয়া।

চ ছ জ ঝ

চ ছ জ ঝ দলে দলে
বোঝা নিয়ে হাটে চলে।

ঞ

খিদে পায়, খুকি ঞ
শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ কিয়োঁ।

ট ঠ ড ঢ

ট ঠ ড ঢ করে গোল
কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল।

ণ

বলে মূর্ধন্য ণ

চুপ করো, কথা শোনো।

ত থ দ ধ

ত থ দ ধ বলে ভাই
আম পাড়ি চলো যাই।

ন

রেগে বলে দন্ত্য ন
যাব না তো কক্ষনো।

প ফ ব ভ

প ফ ব ভ যায় মাঠে,
সারা দিন ধান কাটে।

ম

ম চালায় গোরু-গাড়ি,
ধান নিয়ে যায় বাড়ি।

য র ল ব

য র ল ব ব'সে ঘরে
এক-মনে পড়া করে।

শ ষ স

শ ষ স বাদল দিনে
ঘরে যায় ছাতা কিনে।

হ ক্ষ

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ
কোণে ব'সে কাশে খ ক্ষ।

প্রথম পাঠ

বনে থাকে বাঘ।

গাছে থাকে পাখি।

জলে থাকে মাছ।

ডালে আছে ফল।

পাখি ফল খায়।

পাখা মেলে ওড়ে।

বাঘ আছে আম-বনে।
গায়ে চাকা চাকা দাগ।
পাখি বনে গান গায়।
মাছ জলে খেলা করে।
ডালে ডালে কাক ডাকে।
খালে বক মাছ ধরে।
বনে কত মাছি ওড়ে।
ওরা সব মৌ-মাছি।
ঐখানে মৌ-চাক।
তাতে আছে মধু ভরা।

আলো হয়
গেল ভয়।
চারি দিক
ঝিকিমিক্।

দিঘিজল
ঝলমল্।
যত কাক
দেয় ডাক।

বায়ু বয়
বনময়।
বাঁশ গাছ
করে নাচ।
ঝাউডাল
দেয় তাল।
বুড়ি দাই
জাগে নাই।
খুদিরাম
পাড়ে জাম।
মধু রায়
খেয়া বায়।

জয়লাল
ধরে হাল।
অবিনাশ
কাটে ঘাস।
হরিহর
বাঁধে ঘর।
পাতু পাল
আনে চাল।
দীননাথ
রাঁধে ভাত।
গুরুদাস
করে চাষ।

দ্বিতীয় পাঠ

রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি।

জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে নাল ফুল।

ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধুনা।

পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মালা নিয়ে ছোটে। ছোটো খোকা দোলা চ'ড়ে দোলে।

থালা-ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা-ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা।

রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। সাত দিন ছুটি। তিন ভাই মিলে খেলা হবে।

কালো রাতি গেল ঘুচে,
আলো তারে দিল মুছে।
পুব দিকে ঘুম-ভাঙা
হাসে উষা চোখ-রাঙা।

নাহি জানি কোথা থেকে
ডাক দিল চাঁদেরে কে।
ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি
চাঁদ তাই যায় বুঝি।
তারাগুলি নিয়ে বাতি
জেগে ছিল সারা রাতি,
নেমে এল পথ ভুলে
বেলফুলে জুঁইফুলে।
বায়ু দিকে দিকে ফেরে
ডেকে ডেকে সকলেরে।
বনে বনে পাখি জাগে,
মেঘে মেঘে রঙ লাগে।
জলে জলে ঢেউ ওঠে,
ডালে ডালে ফুল ফোটে।

তৃতীয় পাঠ

ঐ সাদা ছাতা। দাদা যায় হাটে। গায়ে লাল জামা। মামা যায় খাতা হাতে। গায়ে সাদা শাল।

মামা আনে চাল ডাল। আর কেনে শাক। আর কেনে আটা।

দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আনা দিয়ে। আর আখ, আর জাম চার আনা। বাবা খাবে। কাকা খাবে। আর খাবে মামা। তার পরে কাজ আছে। বাবা কাজে যাবে।

দাদা হাটে যায় টাকা হাতে। চার টাকা। মা বলে, খাজা চাই, গজা চাই, আর ছানা চাই। আশাদাদা খাবে।

আশাদাদা আজ ঢাকা থেকে এল। তার বাসা গড়পারে। আশাদাদা আর তার ভাই কালা কাল ঢাকা ফিরে যাবে।

নাম তার মোতিবিল, বহু দূর জল,
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ্ ক'রে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে, ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকা বাঁকা।

কোথাও বা ধানখেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে, কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারিগান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।

চতুর্থ পাঠ

বিনিপিসি, বামি আর দিদি ঐ দিকে আছে। ঐ যে তিন জনে ঘাটে যায়।

বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি দিয়ে নিজে ঘটি মাজে। রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিন দিন কাশি। তার কাছে আছে মা, মাসি আর কিনি।

চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলখেত। তার পরে তিসিখেত। তার পরে দিঘি। জল খুব নীল। ধারে ধারে কাদা। জলে আলো ঝিলিমিলি করে। বক মিটিমিটি চায় আর মাছ ধরে।

ঐ যে বামি ঘটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ভাই, ঘড়ি আছে কি? দেখি। ছটা যে বাজে, আর দেরি নয়। এইবার আমি বাড়ি যাই। তুমি এসো পিছে পিছে। পাখি খাবে, দেখো এসে।

এ কী পাখি? এ যে টিয়ে পাখি। ও পাখি কি কিছু কথা বলে? কী কথা বলে? ও বলে, রাম রাম, হরি হরি। ও কী খায়? ও খায় দানা। রানীদিদি ওর বাটি ভ'রে আনে দানা। বুড়ি দাসী আনে জল। পাখি কি ওড়ে? না, পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি।

ও আগে ছিল বনে। বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জল খেত।

দীনু এই পাখি পোষে।

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দিঘি তার মাঝখানটিতে,
তালবন তারি চারি ভিতে।

বাঁকা এক সরু গলি বেয়ে
জল নিতে আসে যত মেয়ে।
বাঁশগাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে,
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে।

পথের ধারেতে একখানে
হরি মুদি বসেছে দোকানে।
চাল ডাল বেচে তেল নুন,
খয়ের সুপারি বেচে চুন।

ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি,
খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি।
বিধু গয়লানী মায়ে পোয়
সকালবেলায় গোরু দোয়।

আঙিনায় কানাই বলাই
রাশি করে সরিষা কলাই।
বড়োবউ মেজোবউ মিলে
ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।

পঞ্চম পাঠ

চুপ ক'রে ব'সে ঘুম পায়। চলো, ঘুরে আসি। ফুল তুলে আনি।

আজ খুব শীত। কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়। দুখী বুড়ি উনুন-ধারে উবু হয়ে ব'সে আগুন পোহায় আর গুন্ গুন্ গান গায়।

গুপী টুপি খুলে শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওকে চুপিচুপি ডেকে আনি। ওকে নিয়ে যাব ফুলবনে।

কুল পেড়ে খাব। কুলগাছে টুনটুনি বাসা ক'রে আছে। তাকে কিছু বলি নে।

আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশী। সেও যাবে কুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়িভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভরে নিয়ে বাড়ি যাব। উমা খুশী হবে। উষা খুশী হবে।

বেলা হল। মাঠ ধূ ধূ করে। থেকে থেকে হূ হূ হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে। চুনি মালী কুয়ো থেকে জল তোলে, আর ঘুঘু ডাকে ঘূ ঘূ।

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে।

তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর-ভর—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

ষষ্ঠ পাঠ

বেলা যায়। তেল মেখে জলে ডুব দিয়ে আসি। তার পরে খেলা হবে। একা একা খেলা যায় না। ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়।

ঐ-যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বশী সেন, আর ঐ-যে আসে মধু শেঠ আর খেতু শেঠ। ফুটবল খেলা খুব হবে।

বল নেই। গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব। তেলিপাড়া মাঠে গিয়ে খেলা হবে।

খেলা সেরে ঘরে ফিরে যাব। দেরি হবে না।

বাবা নদী থেকে ফিরে এলে তবে যাব। গিয়ে ভাত খেয়ে খাতা নেব। লেখা বাকি আছে।

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার 'পরে,
সকালবেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।

আমলকী-বন কাঁপে, যেন তার
বুক করে দুরু দুরু—
পেয়েছে খবর পাতা-খসানোর
সময় হয়েছে শুরু।

শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এল,
টগর ফুটিল মেলা,
মালতীলতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুই বেলা।

গগনে গগনে বরষন-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া—
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।

দিঘি-ভরা জল করে ঢল্ ঢল্,
নানা ফুল ধারে ধারে,
কচি ধানগাছে খেত ভ'রে আছে—
হাওয়া দোলা দেয় তারে।

যে দিকে তাকাই সোনার আলোয়
দেখি যে ছুটির ছবি—
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।

সপ্তম পাঠ

শৈল এল কৈ? ঐ-যে আসে ভেলা চ'ড়ে, বৈঠা বেয়ে। ওর আজ পৈতে।

ওরে কৈলাস, দৈ চাই। ভালো ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ। শৈল আজ খৈ দিয়ে দৈ মেখে খাবে।

দৈ তো গয়লা দেয় নি। তৈরি হয় নি। হয়তো বৈকালে দেবে।

পৈতে হবে চিঠি পেয়ে মৈনিমাসি আজ এল। মৈনিমাসি বৈশাখ মাসে ছিল নৈনিতালে। তাকে যেতে হবে চৈবাসা। তার বাবা থাকে গৈলা।

গৈলা কোথা?

জান না? গৈলা বরিশালে। সেইখানে থাকে বেণী বৈরাগী। এখন সে থাকে নৈহাটি।

কাল ছিল ডাল খালি,
আজ ফুলে যায় ভ'রে।
বল্ দেখি তুই মালী,
হয় সে কেমন ক'রে।

গাছের ভিতর থেকে
করে ওরা যাওয়া-আসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে,
কোথা যে ওদের বাসা!

থাকে ওরা কান পেতে
লুকানো ঘরের কোণে।

ডাক পড়ে বাতাসেতে,
কী ক'রে সে ওরা শোনে!

দেরি আর সহে না যে,
মুখ মেজে তাড়া তাড়ি
কত রঙে ওরা সাজে,
চ'লে আসে ছেড়ে বাড়ি।

ওদের সে ঘরখানি
থাকে কি মাটির কাছে?
দাদা বলে, জানি জানি
সে ঘর আকাশে আছে।

সেথা করে আসা-যাওয়া
নানারঙা মেঘগুলি।
আসে আলো আসে হাওয়া
গোপন দুয়ার খুলি।

এই ছন্দটি দুই মাত্রায় অথবা তিন মাত্রায় পড়া যায়
দুই মাত্রা, যথা —

কাল। ছিল। ডাল। খালি
আজ। ফুলে। যায়। ভ'রে।

তিন মাত্রা, যথা —

কাল ছিল ডাল। খালি —।
আজ ফুলে যায়। ভ'রে—।

তিন মাত্রার তালে পড়লেই ভালো হয়।

অষ্টম পাঠ

ভোর হল। ধোবা আসে। ঐ তো লোকা ধোবা। গোরাবাজারে বাসা। ওর খোকা খুব মোটা, গাল-ফোলা।

ঐ-যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা। খুলে দেখো। আছে ধুতি। আছে জামা, মোজা, শাড়ি। আরো কত কী।

ওর খুড়ো সুতো বেচে, উল বেচে। ওর মেসো বেচে ফুলের তোড়া।

ধোবা কোথা ধুতি কাচে জান? ঐ-যে ডোবা, ওখানে। ওর জল বড়ো ঘোলা।

গাধা ছোলা খেতে ভালোবাসে। ওকে কিছু ছোলা খেতে দাও।

ছোলা কোথা পাব? ঐ-যে, ঘোড়া ছোলা খায়। ওর ঘর খোলা আছে।

ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আজ বিয়ে। তাই ঢের ঘোড়া এল, গাড়ি এল। এক জোড়া হাতি এল।

মেজো মেসো হাতি চড়ে আসে। ওটা বুড়ো হাতি। তার নাতি ঘোড়া চড়ে। কালো ঘোড়া। পিঠে ডোরা দাগ। পায়ে তার ফোড়া, জোরে চলে না। ঢোল বাজে। ঘোড়া ঘোর ভয় পায়।

দিনে হই একমতো, রাতে হই আর।
রাতে যে স্বপন দেখি মানে কী যে তার!

আমাকে ধরিতে যেই এল ছোটো কাকা
স্বপনে গেলাম উড়ে মেলে দিয়ে পাখা।
দুই হাত তুলে কাকা বলে, থামো থামো—
যেতে হবে ইস্‌কুলে, এই বেলা নামো।

আমি বলি, কাকা, মিছে করো চেঁচামেচি,
আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেছি।
ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধনু খুঁজি,
আলোর অশোক ফুল চুলে দেব গুঁজি।
সাত সাগরের পারে পারিজাত-বনে
জল দিতে চলে যাব আপনার মনে।

যেমনি এ কথা বলা অমনি হঠাৎ
কড়্ কড়্ রবে বাজ মেলে দিল দাঁত।
ভয়ে কাঁপি, মা কোথাও নেই কাছাকাছি—
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি বিছানায় আছি।

নবম পাঠ

এসো, এসো, গৌর এসো। ওরে কৌলু, দৌড়ে যা। চৌকি আন্।

গৌর, হাতে ঐ কৌটো কেন?

ঐ কৌটো ভ'রে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।

তুমি কী ক'রে এলে গৌর?

নৌকো ক'রে।

কোথা থেকে এলে?

গৌরীপুর থেকে।—

পৌষমাসে যেতে হবে গৌহাটি।

গৌর, জান ওটা কী পাখি?

ও তো বৌ-কথা-কও।

না, ওটা নয়। ঐ-যে জলে, যেখানে জেলে মৌরলা মাছ ধরে।

ওটা তো পানকৌড়ি।

চলো, এবার খেতে চলো। সৌরিদিদি ভাত নিয়ে বসে আছে।

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।

আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে

মাঝনদীতে নৌকো কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।

জানি না কোন্ দেশে
পৌঁছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।

থাকি ঘরের কোণে,
সাধ জাগে মোর মনে
অম্‌নি ক'রে যাই ভেসে ভাই
নতুন নগর বনে।

দূর সাগরের পারে
জলের ধারে ধারে,
নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।

পাহাড়-চূড়া সাজে
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না যে।

কোন্ সে বনের তলে
নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে
নৌকো-যে যায় ভেসে—
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?

দশম পাঠ

বাঁশগাছে বাঁদর। যত ঝাঁকা দেয়, ডাল তত কাঁপে।

ওকে দেখে পাঁচু ভয় পায়, পাছে আঁচড় দেয়।

বাঁশগাছ থেকে লাফ দিয়ে বাঁদর গেল চাঁপা-গাছে। কী জানি, কখন ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে।

এইবার বাঁদর ভয় পেয়েছে। ভোঁদা কুকুর ওকে দেখে ডাকছে। খাঁদু ওকে ঢিল ছুড়ে তাড়া করেছে।

পাঁচটা বেজে গেছে।

ঝাঁকায় কাঁচা আম নিয়ে মধু গলিতে হেঁকে যায়।

আঁধার হল। ঐ-যে চাঁপাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদ। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উড়ে গেল।

দূরে ঠাকুর-ঘরে শাঁক বাজে, কাঁসি বাজে। কানাই ছাদে বসে বাঁশি বাজায়।

ঐ কে যেন কাঁদে।

না, কাঁদা নয়, কাঁটাগাছে পেঁচা ডাকে।

কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব ভারী মজা হবে।
তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা—
প্রজাপতি হল, তারে কে করিবে মানা।

রোজ রোজ ভাবে ব'সে প্রদীপের আলো,
উড়িতে পেতাম যদি হত বড়ো ভালো।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে কবে পেল পাখা—
জোনাকি হল সে, ঘরে যায় না তো রাখা।

পুকুরের জল ভাবে, চুপ ক'রে থাকি,
হায় হায়, কী মজায় উড়ে যায় পাখি।
তাই একদিন বুঝি ধোঁয়া-ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে।

আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার।
কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে।